গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
হজ-১ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.mora.gov.bd

স্মারক নম্বর: ১৬.০০.০০০০.০০৩.০৪.০০১.২১.১২৬

তারিখ: ২৬ আষাঢ় ১৪৩১
১০ জুলাই ২০২৪

বিষয়: **হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা বিধিমালা-২০২২ সংশোধিত এর গেজেট প্রেরণ।**

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা আরো সহজীকরণ ও সময়োপযোগী করার লক্ষ্যে গত ১০ জুন, ২০২৪ (২৭ জ্যৈষ্ঠ/১৪৩১) খ্রি. তারিখে "হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা বিধিমালা-২০২২" এর কয়েকটি বিধি/উপবিধি/অনুচ্ছেদ সংশোধনক্রমে গেজেট প্রকাশিত হয়েছে। সংশোধিত গেজেটের কপি পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এসাথে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা বিধিমালা-২০২২ সংশোধিত এর গেজেট।

১০-৭-২০২৪
মুহাঃ আবু তাহির
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন: +৮৮-০২-৫৫১০১১১৯
ফ্যাক্স: +৮৮-০২-৯৫১২২৮৬
ইমেইল: hajj_sec1@mora.gov.bd

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :
১) সিনিয়র সচিব/সচিব (সকল) .... মন্ত্রণালয়/বিভাগ
২) বিভাগীয় কমিশনার (সকল) .... বিভাগ
৩) মহাপরিচালক-৩, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা
৪) মহাপরিচালক, সকল .... অধিদপ্তর/দপ্তর
৫) মহাপরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, আগারগাঁও, ঢাকা
৬) ওয়াকফ প্রশাসক, ওয়াকফ প্রশাসকের কার্যালয়, মগবাজার, ঢাকা
৭) কাউন্সেলর (হজ), বাংলাদেশ হজ অফিস, জেদ্দা, সৌদি আরব
৮) জেলা প্রশাসক (সকল) .... জেলা
৯) উপজেলা নির্বাহী অফিসার, (সকল) .... উপজেলা
১০) সচিব, হিন্দু/বৌদ্ধ/খ্রিষ্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, ঢাকা
১১) অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব/উপসচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা
১২) সভাপতি/মহাসচিব, হজ এজেন্সিজ এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (হাব), সাত্তারা সেন্টার, হোটেল ভিক্টোরী,

নয়াপল্টন, ঢাকা
১৩) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিজনেস অটোমেশন লিমিটেড,
১২ কাওরান বাজার, ঢাকা
১৪) স্বত্বাধিকারী/অংশীদার ....
(সকল) এজেন্সি

স্মারক নম্বর: ১৬.০০.০০০০.০০৩.০৪.০০১.২১.১২৬/১(৩)

তারিখ: ২৬ আষাঢ় ১৪৩১
১০ জুলাই ২০২৪

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হলঃ
১) মন্ত্রীর একান্ত সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (মাননীয় মন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য)।
২) সচিবের একান্ত সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৩) অফিস কপি।

১০-৭-২০২৪
মুহাঃ আবু তাহির
সিনিয়র সহকারী সচিব

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

শনিবার, জুন ২৯, ২০২৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
হজ অনুবিভাগ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/ ১০ জুন, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

এস, আর, ও নং ২২০-আইন/২০২৪।—হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০২১ (২০২১ সনের ৯ নং আইন) এর ধারা ২১ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, সরকার, হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২২ এর নিম্নরূপ সংশোধন করিল, যথা:—

উপরি-উক্ত বিধিমালার—

(১) বিধি ৫ এর উপ-বিধি (১) এর দফা (ক) এ উল্লিখিত "জন্ম নিবন্ধন সনদ" শব্দগুলির পরে "বা পাসপোর্ট" শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে;

(২) বিধি ৭ এর—

(ক) দফা (খ) এ উল্লিখিত "জন্ম নিবন্ধন সনদ" শব্দগুলির পরে "বা পাসপোর্ট" শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে;

(খ) দফা (খ) এর প্রান্তস্থিত দাঁড়ি "।" চিহ্নের পরিবর্তে সেমিকোলন ";" চিহ্ন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং অতঃপর নিম্নরূপ দফা (গ) সংযোজিত হইবে, যথা:—

"(গ) হজ এজেন্সির স্বত্বাধিকারী, অংশীদার, কর্মচারী বা হজ গাইড প্রাক-নিবন্ধিত বা নিবন্ধিত হজযাত্রীর পাসপোর্ট সংরক্ষণ ও বহন করিতে পারিবে।";

মূল্য : টাকা ১৬.০০

(৩) বিধি ১১ এর উপ-বিধি (২) এ উল্লিখিত "করা যাইবে" শব্দগুলির পরিবর্তে "করিতে হইবে (ফরম-১৩)" শব্দগুলি, বন্ধনী, চিহ্ন ও সংখ্যা প্রতিস্থাপিত হইবে;

(৪) বিধি ১৩ এর উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত "মৃত হজ পালনে ইচ্ছুক ব্যক্তির" শব্দগুলির পরিবর্তে "মৃত্যুবরণকারী হজযাত্রীর" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(৫) বিধি ২৪ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ বিধি ২৪ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"২৪। **সরকারি সহায়তায় হজযাত্রী প্রেরণ।**—(১) সরকার নির্দিষ্ট সংখ্যক অসচ্ছল ব্যক্তিকে হজ করাইবার উদ্দেশ্যে আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করিতে পারিবে।

(২) সরকার উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত আর্থিক সহযোগিতার পরিমাণ নির্ধারণ ও পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

(৩) এইরূপ হজযাত্রীর সংখ্যা ও সুযোগ-সুবিধা সরকার আদেশ বা প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারণ করিবে।";

(৬) বিধি ২৫ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ বিধি ২৫ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"২৫। **সুষ্ঠু হজ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে বিভিন্ন দল গঠন।**—(১) সুষ্ঠু হজ ব্যবস্থাপনার স্বার্থে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় হজ মনিটরিং দল, হজ প্রশাসনিক দল, সমন্বিত হজ চিকিৎসক দল, হজ কারিগরী দল ও হজ প্রশাসনিক সহায়তাকারী দল গঠন এবং সৌদি আরবে স্থানীয়ভাবে হজকর্মী, হাসপাতাল সহায়তাকারী ও পরিচ্ছন্নতা কর্মী নিয়োগ করিতে পারিবে।";

(২) উপ-বিধি (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার নির্দেশিকা বা নীতিমালা প্রণয়ন করিতে পারিবে।";

(৭) বিধি ২৭ এর—

(ক) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত "চেকের মাধ্যমে প্রদান করিতে হইবে" শব্দগুলির পরিবর্তে "ইলেকট্রনিক রিফান্ড পদ্ধতিতে প্রদান করিতে হইবে, তবে বিশেষ পরিস্থিতিতে চেকের মাধ্যমেও রিফান্ড প্রদান করা যাইবে" শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-বিধি (২) বিলুপ্ত হইবে;

(গ) উপ-বিধি (৩) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-বিধি (৩) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(৩) প্রাক-নিবন্ধিত বা নিবন্ধিত কোনো হজযাত্রী প্রাক-নিবন্ধন বা নিবন্ধন বাতিল করিলে এ বাবদ জমাকৃত অর্থ হইতে সরকারের প্রসেস ফি বাবদ ১ (এক) হাজার টাকা এবং হজ এজেন্সির ক্ষেত্রে সার্ভিস ফি বাবদ ২ (দুই) হাজার টাকা কর্তনের পর অবশিষ্ট অর্থ হজযাত্রীকে ফেরত প্রদান করিতে হইবে।";

(৮) বিধি ৩০ এর উপ-বিধি (১) এর—

(ক) দফা (ঝ) এর প্রান্তস্থিত "এবং" শব্দটি বিলুপ্ত হইবে;

(খ) দফা (ঞ) এর প্রান্তস্থিত দাঁড়ি "।" চিহ্নের পরিবর্তে সেমিকোলন ";" চিহ্নটি প্রতিস্থাপিত হইবে এবং অতঃপর নিম্নরূপ নূতন দফা (ট) সংযোজিত হইবে, যথা:—

"(ট) ওমরাহ গমনের প্রাক্কালে ওমরাহযাত্রীদের তথ্য ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ হজ অফিস, জেদ্দায় জমাদানের প্রমাণক।";

(৯) বিধি ৩৩ এর উপ-বিধি (৮) এর পর নিম্নরূপ উপ-বিধি (৯) সংযোজিত হইবে, যথা:—

"(৯) হজ ও ওমরাহ লাইসেন্স প্রাপ্তির বা হস্তান্তরের আবেদনের সহিত আয়কর প্রদানের সনদ ও অন্যূন ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকার ব্যাংক সলভেন্সি সার্টিফিকেট সংযুক্ত করিতে হইবে।";

(১০) বিধি ৩৬ এর উপ-বিধি (১) এর—

(ক) দফা (খ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (খ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(খ) স্বত্বাধিকারী বা অংশীদার এজেন্সি পরিচালনায় অনিচ্ছুক হইলে;";

(খ) দফা (গ) এর প্রান্তস্থিত দাঁড়ি "।" চিহ্নের পরিবর্তে সেমিকোলন ";" চিহ্ন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং অতঃপর নিম্নরূপ দফা (ঘ), (ঙ) ও (চ) সংযোজিত হইবে, যথা:—

"(ঘ) এজেন্সির স্বত্বাধিকারী বা অংশীদার নিবন্ধন সনদ অন্য কোনো ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর করিতে ইচ্ছুক হইলে প্রস্তাবিত ব্যক্তির (পরিবারের সদস্য ব্যতীত একাধিক ব্যক্তির নিকট লাইসেন্স হস্তান্তরযোগ্য নহে) স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা, জাতীয় পরিচয়পত্র ও অন্যান্য তথ্যাদিসহ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে আবেদন করিতে পারিবেন;

(ঙ) আবেদন যথাযথ প্রক্রিয়ায় অনুসন্ধান করিবার পর উহা সন্তোষজনক হইলে আবেদনকারীকে হালনাগাদ কাগজপত্রাদি দাখিলের অনুমতি প্রদান করা হইবে; এবং

(চ) আবেদনকারী কর্তৃক স্থাপিত অফিস পরিদর্শন করিতে হইবে এবং দাখিলকৃত কাগজপত্রাদি যথাযথ পাওয়া গেলে মালিকানা হস্তান্তরের প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হইবে।";

(১১) বিধি ৩৭ এর পর নিম্নরূপ বিধি ৩৭ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

“**৩৭ক। এজেন্সি কর্তৃক অনুসরণীয় আচরণবিধি।**—প্রত্যেক এজেন্সিকে নিম্নবর্ণিত আচরণবিধি অনুসরণ করিতে হইবে, যথা:—

(ক) প্রত্যেক এজেন্সির নিজস্ব ওয়েবসাইট থাকিবে এবং উক্ত ওয়েবসাইটে প্রত্যেক হজ মৌসুমের ঘোষিত হজ ও ওমরাহ প্যাকেজ আপলোড করিতে হইবে;

(খ) এজেন্সি কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে লাইসেন্স নবায়ন করিতে হইবে;

(গ) এজেন্সি হজ বা ওমরাহযাত্রীকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুত সেবা প্রদান নিশ্চিত করিবে;

(ঘ) প্যাকেজে উল্লিখিত দূরত্বের মধ্যে হজ বা ওমরাহযাত্রীদের আবাসন নিশ্চিত করিবে;

(ঙ) হজ বা ওমরাহযাত্রী ব্যতীত জনশক্তি রপ্তানীর কাজে নিয়োজিত হইতে পারিবে না;

(চ) ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হজ কার্যক্রমের জন্য ‘নির্ধারিত ব্যাংক হিসাব’ ব্যতীত অন্য কোনো মাধ্যমে হজযাত্রীর নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করিতে পারিবে না;

(ছ) হজ বা ওমরাহযাত্রীর আর্থিক, মানসিক ও শারীরিক ক্ষতিসাধন করা যাইবে না;

(জ) রাজকীয় সৌদি সরকারের হজ ও ওমরাহ সংক্রান্ত সকল বিধি-বিধান মানিয়া চলিতে হইবে;

(ঝ) ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ব্যতীত অফিসের ঠিকানা পরিবর্তন করা যাইবে না;

(ঞ) এক লাইসেন্সে একাধিক অফিস স্থাপন করা যাইবে না;

(ট) হজযাত্রীর সহিত প্যাকেজ মূল্য ও প্রদেয় সেবার বিষয়ে লিখিত চুক্তি করিতে হইবে; এবং

(ঠ) ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক, সময়ে সময়ে, জারীকৃত নির্দেশনা মানিয়া চলিতে হইবে।”;

(১২) বিধি ৩৯ এর উপ-বিধি (২) এর পর নিম্নরূপ উপ-বিধি (৩) সংযোজিত হইবে; যথা:—

“(৩) নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ নিজেও অভিযোগের শুনানী গ্রহণপূর্বক অভিযোগ নিষ্পত্তি করিতে পারিবে।”;

(১৩) ফরম-১ এর অনুচ্ছেদ ১ এর দফা (গ) এর পর নিম্নরূপ দফা (ঘ) সংযোজিত হইবে, যথা:—

"(ঘ) পাসপোর্ট নম্বর:";

(১৪) ফরম-৫ এর বন্ধনী অংশে উল্লিখিত "২৮" সংখ্যাটির পরিবর্তে "৩০" সংখ্যাটি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(১৫) ফরম-৬ এর বন্ধনী অংশে উল্লিখিত "২৯" সংখ্যাটির পরিবর্তে "৩১" সংখ্যাটি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(১৬) ফরম-৭ এর বন্ধনী অংশে উল্লিখিত "৩০" সংখ্যাটির পরিবর্তে "৩২" সংখ্যাটি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(১৭) ফরম-৮ এর বন্ধনী অংশে উল্লিখিত "৩০" সংখ্যাটির পরিবর্তে "৩২" সংখ্যাটি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(১৮) ফরম-৯ এর বন্ধনী অংশে উল্লিখিত "৩০" সংখ্যাটির পরিবর্তে "৩২" সংখ্যাটি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(১৯) ফরম-১০ এর বন্ধনী অংশে উল্লিখিত "৩৩" সংখ্যাটির পরিবর্তে "৩৫" সংখ্যাটি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(২০) ফরম-১১ এর বন্ধনী অংশে উল্লিখিত "৩৬" সংখ্যাটির পরিবর্তে "৩৮" সংখ্যাটি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(২১) ফরম-১২ এর বন্ধনী অংশে উল্লিখিত "৩৬" সংখ্যাটির পরিবর্তে "৩৮" সংখ্যাটি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(২২) ফরম ১২ এর পর নিম্নরূপ ফরম-১৩ এবং ফরম-১৪ সংযোজিত হইবে, যথা:—

"ফরম-১৩

[বিধি ১১ এর উপবিধি (২) দ্রষ্টব্য]

হজ এজেন্সি ও হজযাত্রীর মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরের নমুনা ফরম

পাসপোর্ট সাইজের ছবি (সাদা ব্যাক গ্রাউন্ড)

প্যাকেজের নাম.................................; প্যাকেজ মূল্য....................................... টাকা

<u>১ম পক্ষ</u>	<u>২য় পক্ষ</u>
হজ এজেন্সির নাম:	হজযাত্রীর নাম:
হজ লাইসেন্স নম্বর:	ট্র্যাকিং নম্বর/নিবন্ধন নম্বর:
স্বত্বাধিকারী/ব্যবস্থাপনা পরিচালক/অংশীদার এর নাম:	ঠিকানা:
মোবাইল নম্বর:	মোবাইল নম্বর:

আমরা উভয়পক্ষ স্বেচ্ছায়, সজ্ঞানে নিম্নবর্ণিত শর্তে প্রদেয় সুবিধাদি প্রদানে ও গ্রহণে সম্মত হইয়া পরস্পর এই চুক্তি সম্পাদন করিলাম:

১। হিজরি .....(.....খ্রি.) সনে হজ পালনে নিবন্ধনের জন্য ২য় পক্ষ তালিকাভুক্ত হওয়ায় ১ম পক্ষ নিবন্ধনসহ ২য় পক্ষের হজ পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করিল।

২। প্যাকেজ মূল্যের অন্তর্ভূক্ত আবাসন ব্যবস্থার বিবরণ:

(ক) মক্কার প্রথম আবাসন: হারাম শরীফ হইতে হোটেল/বাড়ির.............. মিটার দূরে, এক রুমে .... জনের হইবে;

(খ) মদিনার আবাসন: মসজিদ-নববী হইতে হোটেল/বাড়ির .... মিটার দূরে, এক রুমে .... জনের হইবে;

(গ) আহার অন্তর্ভুক্ত/অন্তর্ভুক্ত নহে (টিক দিন):

(ঘ) কুরবানী অন্তর্ভুক্ত/অন্তর্ভুক্ত নহে (টিক দিন):

৩। ২য় পক্ষকে ....এয়ারলাইন্সযোগে পরিবহন করা হইবে।

৪। ১ম পক্ষ অবশ্যই মিনা-আরাফাহ ও মুজদালিফায় সার্ভিস প্রদানকারী কোম্পানির সহিত হজ প্যাকেজে বর্ণিত প্রতিশ্রুতি অনুসারে সার্ভিস ক্রয় চুক্তি করিবে এবং প্রতিটি হজযাত্রীর জন্য চুক্তিকৃত সেবা নিশ্চিত করিবে।

৫। ১ম পক্ষ প্রতি কম-বেশি ৪৪ (চুয়াল্লিশ) জন হজযাত্রীর জন্য একজন দক্ষ হজগাইড নিয়োগ করিবে।

৬। ১ম পক্ষ, ২য় পক্ষকে কুরবানী প্রদানের ক্ষেত্রে সৌদি সরকারের নির্ধারিত ব্যাংকের কুপনসহ কুরবানি প্রদানে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করিবে।

৭। হজযাত্রীর নিকট হইতে চুক্তিকৃত প্যাকেজ মূল্য ও সৌদি আরবে প্রতিশ্রুত সেবার বিস্তারিত বিবরণ (প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ সংযুক্ত করা যাইবে):.......................................

৮। ১ম পক্ষ, ২য় পক্ষকে সরকার ঘোষিত হজ প্যাকেজ ও এজেন্সির নিজস্ব প্যাকেজ অবহিত করিবে। ২য় পক্ষ হজ প্যাকেজে বর্ণিত সুবিধাদি অবহিত হইয়া চুক্তি সম্পাদন করিবে এবং চুক্তির অতিরিক্ত কোনো সুবিধা দাবি করিতে পারিবে না।

৯। উভয় পক্ষ বাংলাদেশ ও সৌদি আরবের হজ ও এতদ্‌সংশ্লিষ্ট আইন কানুন, বিধি-বিধান, নির্দেশিকা ইত্যাদি মানিয়া চলিতে বাধ্য থাকিবে।

১ম পক্ষের স্বাক্ষর ও তারিখ (পদবিযুক্ত সীলসহ) ২য় পক্ষের স্বাক্ষর ও তারিখ

মোবাইল নং মোবাইল নং

সাক্ষীদের স্বাক্ষর, নাম:

১। ১।

স্বাক্ষর : স্বাক্ষর :

নাম : নাম :

মোবাইল নম্বর : মোবাইল নম্বর :

২। ২।

স্বাক্ষর : স্বাক্ষর :

নাম : নাম :

মোবাইল নম্বর : মোবাইল নম্বর :

চুক্তির মূল কপি হজযাত্রীর নিকট এক কপি হজ অফিস, ঢাকা এবং এক কপি হজ এজেন্সির নিকট সংরক্ষিত থাকিবে। হজ এজেন্সি হজযাত্রীদের সাথে সম্পাদিত চুক্তির অনুলিপি ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়েও প্রেরণ করিবে।

পিলগ্রিম আইডি নম্বর (পিলগ্রিম আইডি প্রাপ্তির পর পূরণীয়):

ফরম-১৪

[তফসিল ২ এর অনুচ্ছেদ ৪ এর দফা (২) দ্রষ্টব্য]

হজ এজেন্সির মোনাজ্জেম হিসেবে দায়িত্ব পালনের অঙ্গীকারনামা

(ফরমটি www.hajj.gov.bd এর ফরমসূহ লিংক হইতে ডাউনলোড করা যাইবে)

আমি--- পিতা--------------------------------------

মাতা--

হজ এজেন্সির নাম--- লাইসেন্স নং----------------------

বর্তমান ঠিকানা:

গ্রাম/বাসা--- ডাকঘর:--

থানা/উপজেলা:-- জেলা:------------------------------------

স্থায়ী ঠিকানা:

গ্রাম/বাসা-- ডাকঘর:--------------------------------

থানা/উপজেলা:-- জেলা:--------------------------------------

জাতীয় পরিচয় পত্র নং---

পাসপোর্ট নম্বর------------------------------- ইস্যুর তারিখ--------/----------/---------------খ্রিস্টাব্দ

মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ------/---------/------- খ্রিস্টাব্দ।

আমি অঙ্গীকার করিতেছি যে, মোনাজ্জেম হিসাবে আমার উপর অর্পিত যাবতীয় দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের ক্ষেত্রে এতদসংশ্লিষ্ট আইন-কানুন, নিয়ন-নীতি, বিধি-বিধান, নির্দেশিকা, বিজ্ঞপ্তি ইত্যাদি প্রতিপালন করিব। মোনাজ্জেম হিসাবে দায়িত্ব পালনকালে হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০২১ ও হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২২, হজ প্যাকেজ এবং বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজ এজেন্সির মোনাজ্জেম নির্বাচন ও কর্মপরিধি সংক্রান্ত নির্দেশিকাসহ সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে জারীকৃত যে কোনো আদেশ বা নিষেধ বা নির্দেশনার প্রতি অবজ্ঞা বা শৈথিল্য প্রদর্শন কিংবা অমান্য করিলে আমার বিরুদ্ধে বা আমার এজেন্সির বিরুদ্ধে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক যে কোনো আইনানুগ ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিলে আমি তাহা মানিয়া নিতে বাধ্য থাকিব।

নামসহ স্বাক্ষর ও তারিখ

হোয়াটস অ্যাপযুক্ত মোবাইল নম্বর:

ই-মেইল নম্বর:

আমি বর্ণিত হজ এজেন্সি ও লাইসেন্সের মালিক বা স্বত্বাধিকারী বা অংশীদার। আমি এই মর্মে অঙ্গীকার করিতেছি যে, আমি মোনাজ্জেম নিয়োগের লক্ষ্যে অনলাইনে মোনাজ্জেম হইবার তথ্য ফরম পূরণ করিয়া প্রিন্ট কপিসহ পরিচালক, হজ অফিস, ঢাকায় জমা প্রদান করিব। উপর্যুক্ত মোনাজ্জেমের মাধ্যমে সম্পাদিত সকল কাজ বা লেনদেন আমার হজ এজেন্সির নির্দেশনায় পরিচালিত হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং আমি তাহা মানিয়া নিতে বাধ্য থাকিব।

নামসহ স্বাক্ষর, তারিখ ও দাপ্তরিক সীল

হজ এজেন্সির মালিক/স্বত্বাধিকারী/অংশীদার";

(২৩) তফসিল-৩ এর—

(ক) বন্ধনী অংশে উল্লিখিত "২৭" সংখ্যাটির পরিবর্তে "২৯" সংখ্যাটি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) অনুচ্ছেদ ২ এর-

(অ) উপ-অনুচ্ছেদ (২) এ উল্লিখিত "৪০ বৎসর" সংখ্যা ও শব্দের পরিবর্তে "৩২ বৎসর" সংখ্যা ও শব্দ এবং "৬০ বৎসর" সংখ্যা ও শব্দের পরিবর্তে "৬২ বৎসর" সংখ্যা ও শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে;

(আ) উপ-অনুচ্ছেদ (৯) এর প্রান্তস্থিত দাঁড়ি "।" চিহ্নটির পরিবর্তে সেমিকোলন ";" চিহ্নটি প্রতিস্থাপিত হইবে এবং অতঃপর পর নিম্নরূপ উপ-অনুচ্ছেদ (১০) ও (১১) সংযোজিত হইবে; যথা:—

"(১০) প্রয়োজনীয় সংখ্যক হজযাত্রী সংগ্রহ, বিশুদ্ধ কোরআন তেলাওয়াতে সক্ষম, আরবি ভাষা ও হজের মাসয়ালা-মাসায়েলে দক্ষ ওমরাহ পালনকারী প্রার্থীর ক্ষেত্রে বিশেষ প্রয়োজনে হজ করিবার শর্ত শিথিলযোগ্য হইবে; এবং

(১১) হজ গাইড হওয়ার যোগ্যতা সম্পন্ন প্রার্থী অন্যূন ৪৪ (চুয়াল্লিশ) জন হজযাত্রী সংগ্রহের প্রমাণক হিসাবে পাসপোর্ট দাখিল করিতে পারিলে তিনি হজ গাইড নিয়োগে অগ্রাধিকার পাইবেন।";

(গ) অনুচ্ছেদ ৩ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ অনুচ্ছেদ ৩ প্রতিস্থাপিত হইবে; যথা:—

"৩। সরকারি ব্যবস্থাপনা হজ গাইড নিয়োগ কমিটি:

(১) সৌদি আরবের মক্কা-মদিনা-মিনা-আরাফাহ-মুজদালিফাসহ বিভিন্ন স্থানে হজযাত্রীদের হজের নিয়ম-কানুন, মাসয়ালা-মাসায়েল অবহিতকরণসহ সেবা প্রদানের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা থাকা সাপেক্ষে হজ গাইড হইতে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ ই-হজ সিস্টেমে নির্ধারিত ফরমে আবেদন করিতে পারিবেন।

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর অধীন প্রাপ্ত আবেদন যাচাই-বাছাই, প্রার্থীদের যোগ্যতা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের তালিকা প্রস্তুতপূর্বক হজ গাইড নিয়োগের সুপারিশ প্রণয়নের জন্য 'হজ গাইড নিয়োগ কমিটি' নামে একটি কমিটি গঠন করিবে।

(৩) উপ-অনুচ্ছেদ (২) এ উল্লিখিত হজ গাইড নিয়োগ কমিটির গঠন হইবে নিম্নরূপ, যথা:—

(ক) হজ অনুবিভাগ প্রধান- সভাপতি

(খ) হজ অধিশাখার যুগ্মসচিব বা উপসচিব- সদস্য

(গ) পরিচালক, হজ অফিস, ঢাকা- সদস্য

(ঘ) মাননীয় মন্ত্রীর বা প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব- সদস্য

(ঙ) ইসলামিক ফাউন্ডেশনের একজন আলেম প্রতিনিধি- সদস্য

(চ) উপ-সচিব বা সিনিয়র সহকারী সচিব বা সহকারী সচিব সংশ্লিষ্ট শাখা- সদস্য সচিব:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত কমিটিতে, প্রয়োজনে, এক বা একাধিক সদস্যকে কো-অপ্ট করা যাইবে।";

(ঘ) অনুচ্ছেদ ৪ বিলুপ্ত হইবে;

(ঙ) অনুচ্ছেদ ৫ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ অনুচ্ছেদ ৫ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"৫। সরকারি ব্যবস্থাপনার হজ গাইড নিয়োগের শর্তাবলি:

(১) ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় নির্ধারিত সময়ের মধ্যে হজ গাইড নিয়োগ চূড়ান্ত করিবে এবং নিয়োগ আদেশ জারির পর হজ গাইডকে হজ অফিস, ঢাকায় নন-জুডিসিয়াল স্ট্যাম্পে অঙ্গীকারনামা সম্পাদন করিতে হইবে।

(২) চূড়ান্তভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হইবার পর অনিবার্য কারণ ব্যতীত কোনো হজ গাইড অব্যাহতি দাবি করিতে পারিবে না এবং অনিবার্য কারণ ব্যতীত অপারগতার জন্য নিয়োগ প্রাপ্ত হজ গাইড সরকার কর্তৃক ব্যয়িত অর্থ ফেরত প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(৩) হজ গাইড হিসাবে দায়িত্ব পালনকালে সংঘটিত কোনো দুর্ঘটনার জন্য কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকিবে না এবং তজ্জন্য কোনো প্রকার ক্ষতিপূরণ দাবি করা যাইবে না।

(৪) হজ গাইড তাহার গ্রুপের হজযাত্রীদের বায়োমেট্রিক সম্পাদন, ই-হেলথ প্রোফাইল প্রস্তুত, টিকা গ্রহণসহ হজযাত্রীদের ভিসার আবেদন (পাসপোর্ট অন্যান্য কাগজাদিসহ) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরিচালক, হজ অফিস, আশকোনা, ঢাকায় দাখিল করিতে সহযোগিতা করিবেন।

(৫) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হজযাত্রী গ্রুপে সংযুক্ত হইতে কোনো হজ গাইড আপত্তি করিতে পারিবেন না।

(৬) প্রত্যেক হজ গাইড সরকারি মাধ্যমের প্রযোজ্য প্যাকেজের হজযাত্রীর অনুরূপ সুযোগ-সুবিধা এবং সৌদি আরবে টেলিফোন ব্যয় বাবদ সরকার নির্ধারিত অর্থ প্রাপ্য হইবেন।

(৭) হজ গাইড নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।";

(২৪) তফসিল-৪ এর—

(ক) বন্ধনী অংশে উল্লিখিত "৪১" সংখ্যাটির পরিবর্তে "৪৩" সংখ্যাটি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) অনুচ্ছেদ ১ এর—

(অ) দফা (ক) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ক) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(ক) ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, হজ এজেন্সি ও হাব এর সহিত আলোচনাক্রমে হজযাত্রী পরিবহণে সংশ্লিষ্ট এয়ারলাইন্সসমূহ দেশের সকল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হইতে জেদ্দা ও মদিনায় হজযাত্রী গমনাগমণের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে এবং উক্ত ক্ষেত্রে হজযাত্রীদের তথ্য সংশ্লিষ্ট এয়ারলাইন্সের নিকট হজ ফ্লাইট শুরুর ৩ (তিন) মাস পূর্বে প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।";

(আ) দফা (চ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (চ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(চ) সৌদি সরকারের Nusuk app বা অন্য কোনো প্রযুক্তির মাধ্যমে হজ বা ওমরায় গমনকারীদের তথ্য ইমিগ্রেশন বিভাগ সংরক্ষণ করিবে এবং ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের চাহিদার প্রেক্ষিতে প্রদান করিবে।";

(গ) অনুচ্ছেদ ৩ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ অনুচ্ছেদ ৩ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"৩। স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের দায়িত্ব হইবে নিম্নরূপ, যথা:—

(ক) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে হজযাত্রীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং ইলেকট্রনিক মেডিকেল প্রোফাইল তৈরি এবং টিকা সিস্টেমের সহিত আন্তঃসংযোগের মাধ্যমে অনলাইনে তথ্য ও দলিলাদি প্রাপ্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(খ) হজযাত্রীর শারীরিক যোগ্যতার বিষয়টি নিশ্চিত হইয়া নির্ধারিত ফরমে স্বাস্থ্য সনদ প্রদান ও অনলাইনে হালনাগাদকরণ এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মেনিনজাইটিস, ইনফ্লুয়েঞ্জাসহ প্রয়োজনীয় সকল প্রতিষেধক সংগ্রহ ও প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(গ) হজযাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা জেলা পর্যায়ে সরকারি হাসপাতালে অনুষ্ঠিত হইবে এবং স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ এতদুদ্দেশ্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা কেন্দ্র নির্ধারণ করিবে; এবং

(ঘ) ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের চাহিদার প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট নির্দেশিকা বা নীতিমালার আলোকে সমন্বিত হজ চিকিৎসা দলের সদস্য মনোনয়ন প্রদান।";

(ঘ) অনুচ্ছেদ ৯ এর—

(ক) দফা (খ) এর শেষাংশে উল্লিখিত "এবং" শব্দটি বিলুপ্ত হইবে;

(খ) দফা (গ) এর প্রান্তস্থিত দাঁড়ি "।" চিহ্নটির পরিবর্তে সেমিকোলন ";" চিহ্নটি প্রতিস্থাপিত হইবে এবং অতঃপর নিম্নরূপ দফা (ঘ) ও (ঙ) সংযোজিত হইবে, যথা:—

"(ঘ) হজ কার্যক্রমের জন্য একক এজেন্সির নামে একটির অধিক হিসাব না খোলা এবং এজেন্সির হিসাবের শিরোনাম, হিসাব নম্বর ও ব্যাংকের শাখার তথ্য ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে আবশ্যিকভাবে প্রেরণ; এবং

(ঙ) হজ কার্যক্রমের জন্য খোলা হিসাবে জমাকৃত অর্থ সংশ্লিষ্ট বৎসরের হজ সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ব্যতীত স্থানান্তর না করা।";

(ঙ) অনুচ্ছেদ ১২ এর পর নিম্নরূপ অনুচ্ছেদ ১৩ সংযোজিত হইবে, যথা:—

"১৩। **বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব:**—বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব হইবে হজযাত্রীদের চিকিৎসা সেবা প্রদানের নিমিত্ত ক্রয়কৃত ঔষধ ও চিকিৎসা সামগ্রী সৌদি আরবে প্রেরণে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান।"।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. মোঃ মঞ্জুরুল হক
যুগ্মসচিব (হজ অধিশাখা)।

মোঃ তাজিম-উর-রহমান, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd